Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/3/2026 3:48 PM Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২০ মাঘ ।। ১৪৩২।। মঙ্গলবার ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৪৬ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের
সুবিধা রয়েছে

24/7
EMERGENCY
SERVICE

মাইক্রো
সার্জারি

অপারেশন করা হয়।

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে
অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট
(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 /
8967213824 /8637023374 /
8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/3/2026 3:48 PM Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২০ মাঘ ।। ১৪৩২।। মঙ্গলবার ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৪৬ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

‘ভবানীপুরে ৪০ হাজার নাম বাদ দিয়েছে’, কমিশন-বিজেপিকে একযোগে চ্যালেঞ্জ মমতার

শাস্তির ভয়! বয়কটের সমর্থক জোটাতে দোরে দোরে ঘুরছে পাকিস্তান,

ফের সমরাস্ত্র বিক্রির ঢক্কানিনাদ পাকিস্তানের, জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানের চাহিদা নাকি আকাশচুম্বী

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত

বিরোধীদের সমালোচনা ওড়ালেন মোদি

দীপঙ্কর দোলাই ।। নয়া জামানা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সাম্প্রতিক বাণিজ্য চুক্তিকে দীর্ঘদিনের ধৈর্য এবং সুপরিকল্পিত কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফসল হিসেবে অভিহিত করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার এনডিএ সংসদীয় দলের বৈঠকে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানান, একসময় শুল্ক নিয়ে যে তীব্র সমালোচনা ও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল, আজ তার জায়গায় ইতিবাচক ফলাফল স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। এই চুক্তির ফলে ভারতীয় পণ্যের ওপর মার্কিন শুল্ক ৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে, যা ভারতের অর্থনীতিতে এক নতুন গতির সঞ্চার করবে বলে আশা করা হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, শুল্ক নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছিল, কিন্তু আমরা ধৈর্য ধরেছিলাম। আজ তার ফল চোখের সামনে। তিনি উল্লেখ করেন যে, বিশ্ব বাণিজ্য আলোচনায় ভারত সরকারের স্থির অবস্থানই এই সাফল্যের মূল ভিত্তি। মোদির মতে, বিশ্বের ক্ষমতার ভারসাম্য দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে এবং তার গতিপথ এখন ভারতের দিকে।আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মঞ্চে ভারতের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, বৈশ্বিক বাণিজ্যিক টানাপোড়েনের মধ্যেও ভারত তার সুপরিকল্পিত নীতির কারণে লাভবান

হচ্ছে।প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষিত এই নতুন চুক্তিতে ভারতীয় পণ্যের ওপর আরোপিত শুল্ক এক ধাক্কায় ৩২ শতাংশ কমানো হয়েছে। এর আগে ট্রাম্প ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছিলেন, যার মধ্যে ২৫ শতাংশ ছিল পারস্পরিক শুল্ক এবং বাকি ২৫ শতাংশ ছিল রাশিয়া থেকে ভারতের অপরিশোধিত তেল কেনার কারণে আরোপিত অতিরিক্ত ‘শাস্তিমূলক’ শুল্ক। যুক্তরাষ্ট্র ওই শাস্তিমূলক শুল্ক পুরোপুরি প্রত্যাহার করে নিয়েছে। হোয়াইট হাউসের তথ্য অনুযায়ী, ভারত রাশিয়া থেকে তেল আমদানি কমিয়ে আমেরিকা এবং সম্ভবত ভেনেজুয়েলা থেকে অধিক পরিমাণে তেল কিনতে সম্মত হয়েছে। এর বিনিময়ে ভারতও আমেরিকার পণ্যের ওপর আরোপিত শুল্ক কমিয়ে শূন্যে নামিয়ে আনার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ট্রাম্প তাঁর ‘ট্রুথ সোশ্যাল’ হ্যান্ডেলে মোদির প্রতি শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বের কথা উল্লেখ করে এই সমঝোতার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।এই চুক্তির ফলে দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর তুলনায় ভারত বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে অনেক বেশি সুবিধাজনক অবস্থানে চলে এসেছে। ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম এমনকি চীন ও পাকিস্তানের তুলনায় ভারতের ওপর এখন অনেক কম শুল্ক কার্যকর হবে। ১৮ শতাংশ শুল্কহার ভারতকে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখতে এবং রফতানি বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা পালন করবে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এনডিএ সাংসদদের সংসদে পূর্ণ উপস্থিতি নিশ্চিত করার এবং আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, সরকারের এই সাফল্য এবং কেন্দ্রীয় বাজেটের জনকল্যাণমূলক উদ্যোগগুলো সাধারণ মানুষের কাছে কার্যকরভাবে পৌঁছে দিতে হবে। বাণিজ্যিক এই জয়কে দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের জয় হিসেবে তুলে ধরার জন্য তিনি দলীয় নেতাদের নির্দেশ দেন।কেবল বাণিজ্যিক নয়, বরং ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ। ট্রাম্পের মতে, ভারতের এই কৌশলগত

পরিবর্তন ইউক্রেন যুদ্ধ সমাপ্তির পথেও সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এই ঐতিহাসিক চুক্তির মাধ্যমে বিশ্বের দুই বৃহত্তম গণতন্ত্রের মধ্যে দীর্ঘদিনের বাণিজ্যিক টানাপোড়েনের অবসান ঘটল, যা আগামী দিনে দুই দেশের কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও সুদৃঢ় করবে।

রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান!

মণিপুরে সরকার গড়তে পর্যবেক্ষক

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ দীর্ঘ দেড় বছরের রক্তক্ষয়ী হিংসা কাটিয়ে অবশেষে ছন্দে ফিরছে মণিপুর? আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে রাষ্ট্রপতি শাসনের মেয়াদ না বাড়িয়ে, গণতান্ত্রিক উপায়ে সরকার গড়তে তৎপরতা শুরু করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। সোমবার দিল্লিতে এনডিএ বিধায়কদের জরুরি তলব করে ম্যারাথন বৈঠক সেরেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় জেনারেল সেক্রেটারি তথা মণিপুরের নবনিযুক্ত পর্যবেক্ষক তরুণ চুগ।সূত্রের খবর, রাজ্যে জাতিগত সংঘাত চিরতরে মেটাতে এক অভিনব ‘পাওয়ার শেয়ারিং’ ফর্মুলা সাজিয়েছে কেন্দ্র। পরিকল্পনা অনুযায়ী, মেতেই সম্প্রদায় থেকে বেছে নেওয়া হবে মুখ্যমন্ত্রী এবং কুকি সম্প্রদায় থেকে নিযুক্ত করা হবে উপমুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী পদের দৌড়ে উঠে আসছে বিধানসভার স্পিকার সত্যব্রত সিং, প্রাক্তন মন্ত্রী টি এইচ বিশ্বজিৎ সিং এবং কে গোবিন্দ দাসের নাম। অন্যদিকে, কুকি সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল যে, সরকারে পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব না থাকলে তারা তা মেনে নেবে না। সেই দাবিকে মান্যতা দিয়েই উপমুখ্যমন্ত্রী পদের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।২০২৩ সাল থেকে চলা সংঘর্ষে ৩০০-র বেশি মানুষের মৃত্যু এবং লক্ষাধিক মানুষের ঘরছাড়া হওয়ার দায় নিয়ে গত বছর ৯ ফেব্রুয়ারি ইস্তফা দিয়েছিলেন এন বীরেন সিং। এরপরই জারি হয় রাষ্ট্রপতি শাসন।

বর্তমানে পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় বিধায়করা চাইছেন ২০২৭ সাল পর্যন্ত বাকি মেয়াদে নতুন সরকার কাজ করুক। তবে কিছু বিধায়ক মণিপুরকে বিধানসভা-সহ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করার প্রস্তাবও দিয়েছেন। এখন দেখার, এই নতুন সমীকরণ মণিপুরে স্থায়ী শান্তি ফেরাতে কতটা সফল হয়।

সুপ্রিম কোর্টে পিছল আইপ্যাক মামলা

ইডির এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন নবান্নের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ সুপ্রিম কোর্টে ফের পিছিয়ে গেল তৃণমূলের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাক সংক্রান্ত মামলার শুনানি। মঙ্গলবার বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র এবং বিচারপতি বিপুল মনুভাই পাঞ্চোলির ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট -এর সময় চাওয়ায় তা স্থগিত হয়ে যায়।

আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।মঙ্গলবার আদালত কক্ষের কার্যক্রম শুরু হলে ইডির পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা জানান, রাজ্যের জমা দেওয়া হলফনামাটি খতিয়ে দেখার জন্য এবং নিজেদের বক্তব্য পেশ করার জন্য তাঁদের আরও কিছুটা সময়ের প্রয়োজন।

রাজ্যের তরফে এই আবেদনে আপত্তি না জানানোয় আদালত ১০ ফেব্রুয়ারি দিনটি ধার্য করে। উল্লেখ্য, সোমবারই রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা জমা দিয়ে ইডির দায়ের করা মামলা খারিজের দাবি জানিয়েছিল।রাজ্য সরকারের পেশ করা হলফনামায় অত্যন্ত কড়া ভাষায় ইডির এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

নবান্নের দাবি, সুপ্রিম কোর্টে এই ধরনের মামলা সরাসরি দায়ের করার কোনও আইনি অধিকার ইডির নেই। তল্লাশির পদ্ধতিতেও পদ্ধতিগত ভুল ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ওঠা তদন্তে বাধার অভিযোগ অস্বীকার করেছে রাজ্য। হলফনামায় জানানো হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী তদন্তে কোনো বাধা দেননি বরং প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়েই দলীয় নথিপত্র সংগ্রহ করেছিলেন।বিবাদের সূত্রপাত গত ৮ জানুয়ারি। কয়লা পাচার মামলার তদন্তে সল্টলেকে আইপ্যাক দপ্তর এবং সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের আবাসে তল্লাশি চালায় ইডি। সেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেখান থেকে তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফাইল নিজের জিম্মায় নেন। সংবাদমাধ্যমের সামনে তিনি সাফ জানান, ওই নথিপত্রগুলি তাঁর দলের নির্বাচনী রণকৌশল সংক্রান্ত এবং অত্যন্ত গোপনীয়। ইডি সেগুলি ‘ছিনতাই’ করার চেষ্টা করছিল বলেই তিনি অভিযোগ করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর এই পদক্ষেপকে তদন্তে বাধা হিসেবে গণ্য করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। ইডির অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং তদন্তে বিঘ্ন ঘটিয়েছেন এবং এই কাজে তাঁকে সাহায্য করেছেন রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন ডিজি রাজীব কুমার ও কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই ইডি এবং তিন তদন্তকারী অফিসার পৃথকভাবে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। আগামী মঙ্গলবারের শুনানির দিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক ও আইনি মহল।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/3/2026 3:48 PM Page 3

বিয়ের দু'দিন পরেই সন্তান প্রসব বধূর !

স্বামী বলল, আমার নয়

নয়া জামানা ডেক্স ঃ উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজ জেলার যাসরা গ্রামে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। সদ্য বিবাহিত এক নববধূ বিয়ের মাত্র দু'দিন পরই সন্তান প্রসব করায় পুরো বিষয়টি এখন সামাজিক ও আইনি বিতর্কে পরিণত হয়েছে। আনন্দ আর উৎসবের যে সংসার শুরু হওয়ার কথা ছিল, সেখানে এখন রয়েছে অবিশ্বাস, অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ এবং ভাঙনের সুর।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ২৪ ফেব্রুয়ারি যাসরা গ্রামে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে এই বিয়ের আয়োজন করা হয়। বরযাত্রীরা সানন্দে কনের বাড়িতে পৌঁছান, ফুলের মালা বদল হয়, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান গভীর রাত পর্যন্ত চলে। পরদিন, অর্থাৎ ২৫ ফেব্রুয়ারি, বিদায়ের পর নববধূ শ্বশুরবাড়িতে আসেন। নতুন বউকে ঘিরে শ্বশুরবাড়িতে ছিল উৎসবের আবহ। আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশীদের ভিড় জমে, দিনভর চলে 'মুখ দেখাই' অনুষ্ঠান। পরিবারের দাবি, ওই দিন পর্যন্ত কনের আচরণ বা শারীরিক অবস্থায় অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েনি। ২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে পরিবারের জন্য চা বানিয়ে স্বাভাবিকভাবেই দিন শুরু করেন নববধূ। কিন্তু সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ তীব্র পেটে ব্যথায় চিৎকার শুরু করেন তিনি। আতঙ্কিত পরিবার দ্রুত তাঁকে কড়ছনা কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে নিয়ে যায়। সেখানেই চিকিৎসকরা জানান, নববধূ গর্ভবতী এবং অবিলম্বে প্রসব করাতে হবে। বিষয়টি শুনে শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা কার্যত হতবাক হয়ে যান। প্রয়োজনীয় কাগজে সম্মতি দেওয়ার পর মাত্র দু'ঘন্টার মধ্যেই সন্তানের জন্ম দেন ওই নববধূ। মা ও শিশু;দু'জনেই সুস্থ আছেন বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বরপক্ষ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে। তাঁদের অভিযোগ, বিয়ের আগে কনের গর্ভাবস্থার কথা ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করা হয়েছে। বরের মা সরাসরি কনের মায়ের কাছে জবাবদিহি দাবি করেন। তবে কনের পরিবার পাল্টা দাবি তোলে।

কনের বাবা জানান, গত বছরের মে মাসেই বিয়ের কথা পাকাপাকি হয় এবং এরপর থেকেই বর-কনের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। তাঁর বক্তব্য, তারা পরস্পরের সঙ্গে দেখা করত। এই সন্তানের জন্য আমার মেয়েকে একা দায়ী করা অন্যায়। এই দাবি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন বর। তাঁর বক্তব্য, তআমার বিয়ে ঠিক হয়েছে মাত্র চার মাস আগে, অক্টোবরে। এর আগে কোনও সম্পর্ক ছিল না। আমি এই বিয়ে বা এই শিশুকে মেনে নিতে পারি না।দ বরের বাবাও স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তাঁরা কনেকে ঘরে তুলবেন না। যদিও বিয়েতে খরচ হওয়া টাকা ফেরত চাননি বলে জানান তিনি, তবে বিয়ের সময় আদান-প্রদান হওয়া সমস্ত উপহার ও জিনিসপত্র ফেরত দেওয়ার দাবি তোলেন। তা না হলে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দেন তিনি। অন্যদিকে, কনের মা অভিযোগ করেন, বরপক্ষ পণ গ্রহণ করেই এখন মেয়েকে পরিত্যাগ করছে। তিনি বলেন, ওরা যদি আমার মেয়েকে ফিরিয়ে না নেয়, আমরা আইনের দ্বারস্থ হব। সন্তানকে আমরা মানুষ করব, কিন্তু মেয়েটা এখনও স্বামীর নামই নেয়। যদি ওকে গ্রহণ না করা হয়, মেয়েটা ভেঙে পড়বে। ক্রমশ পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে গ্রাম পঞ্চায়েতের বৈঠক ডাকা হয়। দীর্ঘ আলোচনা হলেও কোনও স্থায়ী সমাধানসূত্র বেরোয়নি। শেষ পর্যন্ত নবজাতককে নিয়ে কনে তাঁর বাপের বাড়িতে ফিরে যান।এই ঘটনা এখন গোটা এলাকায় আলোচনার কেন্দ্রে। সামাজিক লজ্জা, নারীর নিরাপত্তা, বিয়ের আগে সম্পর্ক, পণপ্রথা, সব মিলিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠছে এই ঘটনাকে ঘিরে। বিষয়টি আইনগত মোড় নেবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে একথা নিশ্চিত, বিয়ের উৎসব মুহূর্তেই বদলে গেছে এক গভীর সামাজিক সংকটে।

মৃত্যু ঘনিয়ে এলেই তৃতীয় ব্যক্তির দেখা পায় মানুষ

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বরফাচ্ছন্ন জনমানবহীন প্রান্তরে পথ হারিয়ে, জাহাজডুবির পর আটকা পড়ে অথবা পাহাড়ে আরোহণের শক্তি হারিয়ে আটকা পড়ে মানুষ যখন শারীরিক সহ্য সীমার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন অসাধারণ কিছু ঘটতে পারে। সেই মুহূর্তে বেঁচে থাকা অসম্ভব বলে মনে হয়। তখন কখনও কখনও একজন নীরব সঙ্গী আবির্ভূত হয়। এটি কোনও বিভ্রম নয়, বরং একটি শান্ত, অবিচল উপস্থিতি যাকে রক্ষাকারী বলে মনে হয়। এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতাটি 'থার্ড ম্যান সিনড্রোম' নামে পরিচিত। ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এটি অভিযাত্রী, মনোবিজ্ঞানী এবং স্নায়ুবিজ্ঞানীদের মুগ্ধ করে আসছে। ১৯১৪-১৭ সালের অ্যান্টার্কটিকা অভিযানের বর্ণনায় অভিযাত্রী আর্নেস্ট শ্যাকলটন ঘটনাটির উল্লেখ করেন।

শ্যাকলটন এবং তাঁর সঙ্গীরা ঠান্ডায় জমে যাওয়া অবস্থায়, দক্ষিণ জর্জিয়া দ্বীপের দুর্গম যাত্রার সময় বারবার অনুভব করেছিলেন যে তাদের দলের পাশে চতুর্থ একজন ব্যক্তি হেঁটে চলেছেন। সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল, দলের একাধিক সদস্য এই চতুর্থ ব্যক্তির উপস্থিতি অনুভব করেছিলেন। কিন্তু তা আলোচনা করতে দ্বিধা করেছিলেন সকলেই। আদতে কেউ না থাকলেও সকলেই পড়ে বলেছিলেন যে, কেউ একজন তাঁদের সঙ্গে ছিল। তারপর থেকে এভারেস্ট আরোহী, একা নাবিক, মেরু অভিযাত্রী এমনকি মারাত্মক দুর্ঘটনার পরে জীবিতরাও একই ধরনের ঘটনার সাক্ষী হওয়ার কথা জানিয়েছেন। যাঁরাই এই 'তৃতীয় ব্যক্তি'র উপস্থিতি অনুভব করেছেন, তাঁরা প্রায়শই এই অদৃশ্য উপস্থিতিটিকে একটি অবলম্বন হিসেবে বর্ণনা করেন। অনেকের কাছে এই অদৃশ্য 'সঙ্গী' ঠিক সেই মুহূর্তে আবির্ভূত হয়েছেন, যখন সব আশা ফুরিয়ে যেতে শুরু করে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই ঘটনাটি অত্যাধিক চাপের সময় মস্তিষ্কের কাজ করার পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কিত। যখন শরীর একটি বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছয় (যেমন তীব্র ঠান্ডা, অনাহার, অক্সিজেনের অভাব, অবসাদ) তখন মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজ করার প্রক্রিয়া ভেঙে পড়তে শুরু করে। এর প্রতিক্রিয়ায়, মস্তিষ্ক এমন একটি মানসিক সত্ত্বা তৈরি করতে পারে, যাকে গবেষকরা 'বিচ্ছিন্ন সত্ত্বা' বলে অভিহিত করেন। এটি মনোযোগ ধরে রাখা, ভয় নিয়ন্ত্রণ করা এবং ব্যক্তিকে সচল রাখার জন্য তৈরি একটি মানসিক কাঠামো। অন্য কথায়, মানসিক পতন রোধ করার জন্য মন একটি সহায়ক উপস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে।স্নায়ুবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে ঘুমের অভাব, একাকীত্ব বা নির্দিষ্ট কিছু স্নায়বিক অবস্থার ক্ষেত্রেও একই ধরনের অনুভূতি দেখা যায়। থার্ড ম্যান সিনড্রোম'-এর কার্যকারিতা হল, এই উপস্থিতি ভয় দেখানোর পরিবর্তে পথ দেখায়, বিভ্রান্তি তৈরি না করে সাহায্য করে। এটি প্রায় একটি জরুরি মনস্তাত্ত্বিক উপকরণের মতো কাজ করে, যা মন কেবল চরম প্রয়োজনে ব্যবহার করে।একটি বিষয় স্পষ্ট, 'থার্ড ম্যান সিনড্রোম' জীবন বাঁচিয়েছে। বেঁচে থাকা ব্যক্তিরা প্রায়শই এই অদৃশ্য উপস্থিতিকে কৃতিত্ব দেন। এটি তাঁদের শান্ত থাকতে, সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে, হতাশার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করেছে।

স্ত্রীর হাতে চা তুলে দিলেই খুলে যায় সৌভাগ্যের দরজা !

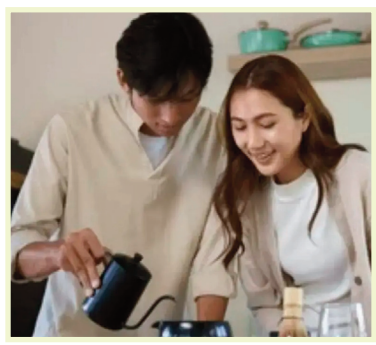

নয়া জামানা ডেক্স ঃ জ্যোতিষশাস্ত্রে সংসারের সুখ, সমৃদ্ধি ও আর্থিক উন্নতির সঙ্গে মানুষের আচরণ ও মানসিকতার গভীর যোগ আছে বলে মনে করা হয়। বিশেষ করে দাম্পত্য জীবনে স্বামী,স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক শুধু আবেগের বিষয় নয়, বরং তা সরাসরি গ্রহের অবস্থান ও কুণ্ডলির ঘরগুলোর উপর প্রভাব ফেলে, এমনটাই বিশ্বাস করেন জ্যোতিষীরা।জ্যোতিষ অরুণ কুমার ব্যাসের মতে, স্ত্রীর কুণ্ডলির সপ্তম ঘর দাম্পত্য, সহযোগিতা ও সম্মানের প্রতীক। যখন স্বামী ছোট ছোট কাজে স্ত্রীর পাশে দাঁড়ান, যেমন নিজের হাতে চা বা কফি বানিয়ে দেওয়া, তখন তা কেবল দৈনন্দিন সৌজন্যের প্রকাশ নয়। বরং তাঁর অহংকার ত্যাগ করার একটি প্রতীকী রূপ। অহংকার কমলেই সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্য আসে, আর সেই মুহূর্তেই স্ত্রীর কুণ্ডলির সপ্তম ঘর সক্রিয় হয়ে ওঠে বলে বিশ্বাস করা হয়। স্বামী যখন স্ত্রীর যত্ন নেন, তাঁকে সমান মর্যাদা দেন এবং সম্পর্কের মধ্যে সম্মান ও সহমর্মিতা বজায় রাখেন, তখন স্ত্রীর মনে সন্তুষ্টি ও মানসিক শান্তি আসে। জ্যোতিষশাস্ত্রে বলা হয়, সন্তুষ্ট নারীই দেবী লক্ষ্মীর শক্তির ধারক। অর্থাৎ স্ত্রী যখন আনন্দিত ও মানসিকভাবে পরিপূর্ণ থাকেন, তখন দেবী লক্ষ্মীর কৃপা স্বামীর জীবনে প্রবাহিত হয়। এই কৃপা ধনসম্পদ, সামাজিক সম্মান এবং জীবনের স্থায়িত্বের রূপ নিয়ে আসে। তাই জ্যোতিষের দৃষ্টিতে, স্ত্রীর জন্য ছোট্ট একটি চা বা কফি বানিয়ে দেওয়া আসলে ভাগ্যের দরজায় কড়া নাড়ার মতোই। সংসারে সমতা, ভালবাসা ও যত্নই শেষ পর্যন্ত মানুষকে প্রকৃত ঐশ্বর্য এবং সম্মানের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়, এটাই এই বিশ্বাসের মূল কথা।সংসারের প্রকৃত সমৃদ্ধি শুধু কঠোর পরিশ্রম, চাকরি বা ব্যবসার সাফল্যের ওপর নির্ভর করে না, বরং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ভারসাম্যও এর সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। স্বামী যখন নিজের অহংকার ত্যাগ করে স্ত্রীর প্রতি যত্নশীল হন, তাঁকে সম্মান দেন এবং দৈনন্দিন কাজে সমান অংশীদার হন, তখন সংসারে ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ শুরু হয়। এই আচরণ স্ত্রীর মনে আনন্দ ও নিরাপত্তা আনে, আর সেই আনন্দ থেকেই সক্রিয় হয় শুভ শক্তি। জ্যোতিষ মতে, এতে স্ত্রীর কুণ্ডলীর সপ্তম ঘর শক্তিশালী হয় এবং দেবী লক্ষ্মীর কৃপা স্বামীর জীবনে প্রবেশ করে। ফলে সংসারে সুখ, সম্মান ও আর্থিক সমৃদ্ধি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইউরিক অ্যাসিডে সব ডাল বাদ?

নয়া জামানা ডেক্স ঃ হাইপারইউরিকেমিয়া অর্থাৎ শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যাওয়া একটি বেশ সাধারণ সমস্যা। এই অবস্থায় গাউট, জয়েন্টের ব্যথা, এমনকি কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকিও বাড়ে।

ইউরিক অ্যাসিড আসলে আমাদের শরীরের বিপাকক্রিয়ার একটি বর্জ্য পদার্থ, যা কিডনি ছেঁকে শরীর থেকে বার করে দেয়।অনেকেই মনে করেন, ডালজাতীয় খাবারে পিউরিন বেশি থাকায় ইউরিক অ্যাসিড বাড়ার আশঙ্কা থাকলে সব ধরনের ডাল একেবারে এড়িয়ে চলা উচিত। তবে পুষ্টিবিদ কিরণ কুকরেজার মতে, এই ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। সব ডালে পিউরিনের পরিমাণ একরকম নয়, তাই অযথা সব ডাল বাদ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং কোন ডাল কতটা খাওয়া নিরাপদ, সেটাই জানা জরুরি। একই সঙ্গে নিজের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা জানা থাকাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। পিউরিন হল নাইট্রোজেনযুক্ত এক ধরনের যৌগ, যা শরীরে ভেঙে ইউরিক অ্যাসিড তৈরি করে। ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা আগে থেকেই বেশি থাকলে পিউরিনসমৃদ্ধ খাবার অতিরিক্ত খাওয়া একেবারেই উচিত নয়। এই কারণেই অনেক মানুষ ইউরিক অ্যাসিড কমানোর আশায় পুরোপুরি ডাল খাওয়া বন্ধ করে দেন। কিন্তু কিরণ বলছেন, এতটা চরম সিদ্ধান্তের দরকার নেই। সঠিক ডাল বেছে নেওয়া এবং পরিমাণের দিকে নজর রাখলেই যথেষ্ট।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/3/2026 3:48 PM Page 4

পদ্ম শিবিরে শুদ্ধিকরণ!

বেনোজল রুখতে পুরনো কর্মীদেরই ঢাল বঙ্গ বিজেপির

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে দলের পুরনো ও একনিষ্ঠ কর্মীদের কি চটাতে চাইছে না বঙ্গ বিজেপি? অন্য দল থেকে আসা নেতাদের দাপটে যাতে আদি কর্মীদের মনে ক্ষোভ তৈরি না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এবার থেকে ভিন দল থেকে কেউ যোগ দিতে চাইলে জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সরাসরি রাজ্য নেতাদের ধরে বিজেপির পতাকা নিয়ে প্রার্থী হওয়ার পথ এবার পুরোপুরি বন্ধ করতে চাইছে গেরুয়া শিবির।বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এবারের নির্বাচন কোনও জাঁকজমকপূর্ণ 'বলিউড সিনেমা'র মতো হবে না বরং মাটির কাছাকাছি থাকা 'বাংলা সিনেমা'র ঘরানায় সংগঠন গোছানো হবে। দলের এক কেন্দ্রীয় নেতার কথায়, যোগদান মেলা করে ঢাকঢোল পিটিয়ে লোক নেওয়ার দিন শেষ। কেউ দলে আসতে চাইলে তাঁর

যোগ্যতা এবং আদর্শগত স্বচ্ছতা খতিয়ে দেখা হবে।মূলত শেষ মুহূর্তে অন্য দল থেকে এসে টিকিট পাওয়ার প্রবণতা রুখতেই এই শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া। ভোট কুশুলিরা মনে করছেন, দলবদলুদের ভিড়ে বিজেপির মূল আদর্শ লঘু হয়ে যাচ্ছে। অনেক নবাগত নেতা গেরুয়া ভাবধারার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারায় জনসমক্ষে দলের ভাবমূর্তি ও প্রচারে সমস্যা হচ্ছে। এই বেনোজল আটকাতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, শুধুমাত্র বড় নামের পিছনে না ছুটে, যাঁরা প্রকৃত অর্থে দলের কাজে লাগবেন তাঁদেরই গুরুত্ব দেওয়া হবে। নতুনদের আগমনে পুরনোদের মধ্যে যাতে বঞ্চনার বোধ তৈরি না হয়, তা নিশ্চিত করতে

যোগদানের আড়ম্বরও কমানো হচ্ছে। কোনও নেতা যোগ দিতে চাইলে তাঁর রাজনৈতিক গুরুত্ব অনুযায়ী অত্যন্ত অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তা সম্পন্ন হবে। নিচুতলার কর্মীদের গুরুত্ব দিয়ে এবং সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি করাই এখন পদ্ম শিবিরের প্রধান লক্ষ্য।

ফের অ্যাকশন মোডে ইডি!

ওসির বাড়িসহ একাধিক জায়গায় ম্যারাথন তল্লাশি

সীতারাম মুখার্জী, নয়া জামানা, দুর্গাপুর ঃ কয়লা পাচার মামলার শিকড় খুঁজতে মঙ্গলবার সাতসকালেই রাজ্যে ফের সক্রিয় হয়ে উঠল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এদিন দুর্গাপুর, আসানসোল সহ মোট ৯টি জায়গায় একযোগে তল্লাশি অভিযানে নামেন কেন্দ্রীয় আধিকারিকরা। পাচারের কালো টাকা হাওয়ালার মাধ্যমে কোথায় বিনিয়োগ হয়েছে এবং কারা 'প্রোটেকশন মানি' নিতেন, মূলত সেই তথ্য জানতেই এই অভিযান বলে ইডি সূত্রে খবর।এদিনের অভিযানের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন পুলিশ আধিকারিক মনোরঞ্জন মণ্ডল। বুদবুদ থানার নবনিযুক্ত এই ওসির দুর্গাপুরের অম্বুজানগরীর বাড়িতে এদিন সকালে হানা দেয় ইডির একটি দল। কয়েকদিন আগে বদলি হলেও তিনি এখনও নতুন পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেননি। কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে বাড়িটি ঘিরে রেখে তাকে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ

করা হয়। খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছান সিটি সেন্টার ফাঁড়ির ওসি সুদীপ্ত বিশ্বাসও।অভিযান চলে বালি কারবারিদের ডেরাতেও। দুর্গাপুরের সেপকো টাউনশিপে প্রবীর দত্ত এবং অন্বেদকর সরণির একটি বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি। পাশাপাশি পান্ডবেশ্বর ও কাঁকসার ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দেওয়া হয়। অভিযোগ, বৈধ টেন্ডারের আড়ালে অজয় ও দামোদর নদ থেকে অবৈধভাবে বালি পাচার চলত। এমনকি বীরভূমের চালান ব্যবহার করে পশ্চিম বর্ধমানে বালি পাচার এবং একটি চালান ব্যবহার করে

একাধিকবার গাড়ি পার করার মতো জালিয়াতির মাধ্যমে বিপুল সম্পত্তি করার অভিযোগ উঠেছে এই কারবারিদের বিরুদ্ধে।এর পাশাপাশি জামুড়িয়া বাজারের এক ব্যবসায়ীর বাড়ি এবং রানিগঞ্জের পাঞ্জাবি মোড়ে তাঁর হার্ডওয়্যার দোকানেও হানা দেন আধিকারিকরা।

কয়লা পাচারের টাকার লেনদেনের সঙ্গে এই ব্যবসায়ীদের কোনো যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নিরাপত্তায় এদিনের এই বহুমুখী অভিযানে শিল্পাঞ্চল জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা

দিলীপকুমার তালুকদার, নয়া জামানা,বুনিয়াদপুর ঃ এদিন সকালে মিঠে কড়া রোদকে গায়ে মেখে বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতায় মাতল বংশীহারীর নর্থ ইস্টার্ন ইংলিশ একাডেমি বেসরকারি স্কুল।এদিন স্কুল প্রাঙ্গনে এলাকায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে দক্ষিন দিনাজপুর জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ রফিকুলের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা এবং স্কুলের পতাকা উত্তলন, মশাল প্রজ্জ্বলন এবং পড়ুয়াদের বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজের মাধ্যমে স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতার সূচনা হয়।বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতার শুভারম্ভে মাঠে উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসক অসিত মন্ডল,চৌসা হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক কুমারেশ সরকার,প্রাক্তন ডিএসপি ফরিদ

হোসেন প্রমুখ।এদিন ৫০ মিটার ৭৫ মিটার,১০০ মিটার, ৪০০ মিটার দৌড়,ব্যাংগ দৌড়,হাই জাম্প,লং জাম্প,মহিলা অভিভাবিকাদের জন্য কলসি ভাঙ্গা,সর্ট পুট,পুরুষ অভিভাবকদের জন্য টাগ অফ ওয়ার সহ একাধিক ইভেন্টে প্রতিযোগিতা হয়।প্রতিযোগীতা শেষে প্রথম,দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীকে স্কুলের তরফে পুরস্কৃত করা হয়।এদিন সমস্ত অনুষ্ঠানটি সুন্দর ভাবে পরিচালনা করেন শিক্ষক রাসানুল আলম।

রেলে ভোলবদল পশ্চিমবঙ্গের

স্মৃতি সামন্ত,নয়া জামানা, কলকাতা ঃ আধুনিকীকরণের নয়া জোয়ারে ভাসতে চলেছে বাংলার রেল পরিষেবা। কেন্দ্রীয় বাজেটে পশ্চিমবঙ্গের জন্য রেকর্ড ১৪,২০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। এই বিপুল অর্থ মূলত ব্যয় হবে রাজ্যের পরিকাঠামো ও দ্রুতগতির রেল সংযোগের প্রসারে। সোমবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মন্ত্রী জানান, ভারতীয় রেলের জন্য মোট ২,৭৮,০০০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে, যার বড় সুফল পাবে পূর্ব ভারত। বাংলার জন্য সবথেকে বড় চমক হল উচ্চ-গতি সম্পন্ন করিডোর বা হাই-স্পিড রেলের ঘোষণা। বারাণসী থেকে পাটনা হয়ে শিলিগুড়ি পর্যন্ত এই করিডোর তৈরি হবে, যা ভবিষ্যতে বুলেট ট্রেন চলাচলের পথ প্রশস্ত করবে। এখানেই শেষ নয়, রেলের পরিকল্পনা অনুযায়ী এই

হাই-স্পিড রুটের বিস্তার ঘটবে গুয়াহাটি পর্যন্ত। এর ফলে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের ভোল বদলে যাবে। মালবাহী পরিবহনে গতি আনতে ডানকুনি থেকে সুরাট পর্যন্ত ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর তৈরির কথাও ঘোষণা করেছেন মন্ত্রী।

পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, ছত্তিশগড় ও মহারাষ্ট্রের শিল্পাঞ্চলগুলিকে জুড়বে এই কৌশলগত পথ। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য প্রসঙ্গে বৈষ্ণব বলেন, 'গত এক বছরেই পশ্চিমবঙ্গে এক ডজনেরও বেশি নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে, যা যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং যাত্রীদের সুবিধা উন্নত করেছে।' মন্ত্রীর ব্রিফিংয়ের পর পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউস্করও রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়ে আশাপ্রকাশ করেন। নতুন করে ট্রেন বৃদ্ধি এবং পরিকাঠামোয় আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে এই বিপুল বরাদ্দকে 'ভবিষ্যৎ-মুখী' পদক্ষেপ হিসেবেই দেখছে মন্ত্রক। শিল্প সরবরাহ ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে এবং সাধারণ যাত্রীদের দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছে দিতেই এই বিশেষ রোডম্যাপ নেওয়া হয়েছে।

ঘর ভাঙ্গানোর হুমকি নিয়ে সেলিমকে তোপ কংগ্রেসের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ আসন্ন রাজনৈতিক সমীকরণকে কেন্দ্র করে ফের উত্তপ্ত বাংলার রাজ্য রাজনীতি।

তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে জোটের লক্ষ্যে ব্লক এবং বুথ স্তরে কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার যে বার্তা সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম দিয়েছেন, তাকে 'ঘর ভাঙানোর হুমকি' হিসেবে দেখছে বিধান ভবন। এই ইস্যুতে সেলিমের বিরুদ্ধে রীতিমতো তোপ দেগেছেন প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র অশোক ভট্টাচার্য।সম্প্রতি একটি টিভি সাক্ষাৎকারে মহম্মদ সেলিম জানান, তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেসের উচ্চপর্যায়ে কোনো 'রাজনৈতিক বা ব্যবসায়িক' সম্পর্ক তৈরি হলে নিচুতলার কর্মীরা কেন তার মাশুল দেবেন? তিনি দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দেন বুথ স্তর পর্যন্ত কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে কথা বলতে, যাতে বিজেপি ও তৃণমূল বিরোধী শক্তিকে শক্তিশালী করা যায়। সেলিম স্পষ্ট বলেন, তএরপরে বলতে পারবেন না যে আমি দল ভাঙ্গাচ্ছি। সেলিমের এই মন্তব্যকে সহজভাবে নেয়নি কংগ্রেস। প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র অশোক ভট্টাচার্য সামাজিক মাধ্যমে আক্রমণাত্মক মেজাজে লেখেন, তজোট না করলে মহম্মদ সেলিম কংগ্রেসের ঘর ভাঙ্গানোর হুমকি দিচ্ছেন।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/3/2026 3:48 PM Page 5

ডুয়ার্সের মাটিতে নতুন সূর্যোদয়

সংগঠনের নীরব সৈনিক মিজানুর

বাবলু রহমান ।। নয়া জামানা ।। জলপাইগুড়ি

বাংলার রাজনীতির ইতিহাসে বহু নেতা এসেছেন গেছেন। কেউ ক্ষমতার আলোয় থেকেছেন কেউ আবার মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন।কিন্তু খুব কম মানুষই আছেন,যাঁরা রাজনীতিকে কেবল ক্ষমতার সিঁড়ি হিসেবে নয়, বরং মানুষের সেবার ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স অঞ্চলের মাটিতে এমনই এক নাম আজ ক্রমশ উচ্চারিত হচ্ছে; মিজানুর রহমান।

তিনি শুধুই তৃণমূল কংগ্রেসের এক জেলা নেতা নন। তিনি এক সংগঠক, এক কর্মী, এক সমাজসেবক, এক নির্ভরযোগ্য প্রতিবেশী-সর্বোপরি মানুষের ঘরের লোক। দলীয় পতাকার বাইরে তাঁর পরিচয় আরও বড় তিনি মানুষের পাশে থাকা একজন 'মিজান ভাই'।

আজ যখন রাজনীতির আঙিনায় কৌশল, ক্ষমতার অঙ্ক আর ব্যক্তিস্বার্থের লড়াই চলছে, ঠিক সেই সময় মিজানুর রহমান হয়ে উঠেছেন এক অন্য ধারার রাজনীতির প্রতীক যেখানে মানুষের প্রয়োজনই প্রথম ও শেষ কথা।

মাটির ঘ্রাণ থেকে উঠে আসা লড়াকু চরিত্র

জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের সাকোয়াঝোরা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তেলিপাড়া প্রকৃতির কোলে ঘেরা এক সাধারণ গ্রাম। চা-বাগান, সবুজ ধানক্ষেত, আর সাদামাটা মানুষের জীবনযাপন এই পরিবেশেই বড় হয়েছেন মিজানুর রহমান।শৈশব থেকেই তিনি দেখেছেন গ্রামের মানুষের সংগ্রাম।কখনও কাজের অভাব,কখনও চিকিৎসার সমস্যা, কখনও শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া-এই বাস্তবতাই তাঁর মনে তৈরি করে দেয় এক দায়বদ্ধতা। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর অনেকেই যখন নিজের ভবিষ্যৎ গড়ার চিন্তায় ব্যস্ত, তখন মিজানুরের ভাবনায় ছিল অন্য কথা;তআমি যদি না দাঁড়াই, তাহলে এই মানুষগুলোর পাশে কে দাঁড়াবে ?দ

এই প্রশ্নই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

রাজনীতির বীজ বোনা পারিবারিক ঐতিহ্যে

রাজনীতি তাঁর কাছে হঠাৎ পাওয়া কিছু নয়। এটি তাঁর রক্তে মিশে থাকা এক ঐতিহ্য।

তাঁর দাদু ছিলেন এলাকার একজন সম্মানিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। মানুষের দুঃখে-সুখে পাশে থাকা, ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই করা- এসব তিনি ছোট থেকেই নিজের চোখে দেখেছেন।১৯৯৪ থেকে ১৯৯৮-সেই সময় সাকোয়াঝোরা গ্রাম পঞ্চায়েতকে তৃণমূলের দখলে আনতে তাঁর দাদুর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের সেই সংগ্রামী ইতিহাস মিজানুরকে প্রভাবিত করে গভীরভাবে। দাদুর হাত ধরেই তিনি শিখে ছিলেন;রাজনীতি মানে মানুষের জন্য লড়াই।

রাজনৈতিক যাত্রার শুরু ঃ কংগ্রেস থেকে তৃণমূল

২০০৮ সালে প্রথম সক্রিয় রাজনীতিতে পা রাখেন তিনি কংগ্রেসের মাধ্যমে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারেন, পরিবর্তনের হাওয়া বইছে বাংলার রাজনীতিতে।২০১১ সালের ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ডাক যখন গোটা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে, তখন তিনি নিঃসংকোচে যোগ দেন তৃণমূল কংগ্রেসে।

সেই থেকে শুরু এক নতুন অধ্যায়।

বুথ কর্মী, অঞ্চল সংগঠক, ব্লক স্তরের দায়িত্ব ধাপে ধাপে সংগঠনের ভিত মজবুত করতে কাজ করে গেছেন তিনি। কখনও প্রচারের আলো চাননি। চুপচাপ করেছেন।

সংগঠনের নেপথ্যের কারিগর

রাজনীতিতে অনেকেই বক্তৃতা দিতে পারেন, কিন্তু সংগঠন গড়তে পারেন ক'জন ?

মিজানুর রহমান সেই বিরল সংগঠকদের একজন।২০২৪ সালে দল তাঁর ওপর বড় দায়িত্ব দেয়;জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি।এই দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই যেন দ্বিগুণ গতিতে কাজ শুরু করেছেন তিনি।

জলপাইগুড়ি জেলার ১৩টি ব্লকে ছুটে বেড়িয়েছেন দিনরাত।কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক, নতুন সদস্য সংগ্রহ, বুথভিত্তিক সংগঠন গঠন প্রতিটি স্তরে তিনি নিজে উপস্থিত থেকেছেন। ইতিমধ্যেই

ব্লক কমিটি গঠন সম্পন্ন

অঞ্চলভিত্তিক সংগঠন তৈরি

বুথ স্তরের কর্মী চিহ্নিতকরণ

যুব ও মহিলা অংশগ্রহণ বাড়ানো

তাঁর স্পষ্ট কথা;

সংগঠন শক্ত হলে তবেই মানুষের কাজ করা যায়।

রাজনীতির উর্ধ্বে সমাজসেবার ব্রত

মিজানুর রহমানের রাজনীতি কেবল সভা-মিছিল বা ভোটের অঙ্কে আটকে নেই। তাঁর কাছে রাজনীতি মানেই সমাজসেবা।

রক্তদান শিবির

জেলার বিভিন্ন প্রান্তে নিয়মিত রক্তদান শিবির আয়োজন করেন। বহু মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচেছে তাঁর উদ্যোগে।

কন্যাদান প্রকল্প

দরিদ্র পরিবারের মেয়ের বিয়ের খরচ বহন করেন ব্যক্তিগত উদ্যোগে। অনেক অসহায় বাবা-মায়ের মুখে হাসি ফুটেছে তাঁর সহায়তায়।

কাজ করেছেন, মানুষের বিশ্বাস অর্জন বিপদে বন্ধু

বন্যা, ঝড় বা দুর্ঘটনা; খবর পেলেই সবার আগে পৌঁছে যান। ত্রাণ, খাদ্য, ওষুধ সবকিছুর ব্যবস্থা করেন নিজের হাতে।

অনগ্রসরদের পাশে

তিনি বিশ্বাস করেন উন্নয়ন ধর্ম বা জাত দেখে হয় না। সংখ্যালঘু, আদিবাসী, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী; সবার পাশে সমানভাবে দাঁড়ান।

মানুষের নেতা, ক্ষমতার নয়

আজকের দিনে অনেক নেতা গাড়িবহর আর নিরাপত্তার ঘেরাটোপে থাকেন।কিন্তু মিজানুর রহমানকে দেখা যায় চায়ের দোকানে বসে সাধারণ মানুষের সঙ্গে গল্প করতে।

কেউ অসুস্থ?

কেউ চাকরি খুঁজছে?

কারও জমির সমস্যা?

সবাই জানে; মিজান ভাইকে বললে কিছু একটা ব্যবস্থা হবেই। এই আস্থা রাতারাতি তৈরি হয়নি। বছরের পর বছর কাজের ফলেই তিনি মানুষের বিশ্বাস অর্জন করেছেন।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দূত

ডুয়ার্স অঞ্চল বহু সংস্কৃতি ও সম্প্রদায়ের মিলনস্থল। এখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।মিজানুর রহমান দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন;তধর্ম আলাদা হতে পারে, কিন্তু মানুষ এক।তিনি নিয়মিত আন্তঃসম্প্রদায়িক সভা, সামাজিক কর্মসূচি ও ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দেন। তাঁর উদ্যোগে বহু জায়গায় হিন্দু-মুসলিম-আদিবাসী সবাই মিলে উৎসব পালন করেছেন।

আগামীর স্বপ্ন

সামনেই বড় রাজনৈতিক লড়াই।জলপাইগুড়ির ৭টি বিধানসভা আসনে জয় ছিনিয়ে আনার লক্ষ্য নিয়েই এগোচ্ছেন তিনি।

তাঁর স্বপ্ন

শক্তিশালী বুথ সংগঠন

যুবদের বেশি অংশগ্রহণ

মহিলাদের নেতৃত্বে আনা

উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাড়ানো

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট রাখা

তিনি মনে করেন,এই লক্ষ্য পূরণ করতে পারলেই দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রকৃত উপহার দেওয়া যাবে।

এক অন্যধারার রাজনীতির প্রতিচ্ছবি

মিজানুর রহমান প্রমাণ করেছেন; বড় নেতা হতে হলে বড় মঞ্চ দরকার নেই, দরকার বড় মন।

তাঁর রাজনীতি

ক্ষমতার জন্য নয়

মানুষের জন্য।

তাঁর সংগ্রাম

নিজের জন্য নয়

সমাজের জন্য।

তাঁর স্বপ্ন

পদ-পদবির নয়

উন্নত জলপাইগুড়ির।

নতুন প্রজন্মের অনুপ্রেরণা

আজ যখন রাজনীতির প্রতি মানুষের আস্থা অনেক সময় টলে যায়, তখন মিজানুর রহমানের মতো নেতারা আশা জাগান। তিনি দেখিয়েছেন;একজন সাধারণ মানুষও অসাধারণ হয়ে উঠতে পারেন, যদি তাঁর লক্ষ্য হয় মানুষের সেবা। ডুয়ার্সের মাটিতে তাই এখন নতুন স্বপ্নের আলো।নতুন প্রজন্মের মুখে একটাই নামমিজানুর রহমান-মানুষের নেতা, মানুষের ভরসা, ডুয়ার্সের নতুন সেনাপতি।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।